বিএনপির মনোনয়ন পেতে জমা দিতে হবে রাজনৈতিক মামলার নথি



ছবি: সংগৃহীত

ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে বিএনপির সমর্থন পেতে আগ্রহীদের রাজনৈতিক মামলার নথিসহ জীবনবৃত্তান্ত জমা দিতে হবে। দলের দুঃসময়ে ভূমিকা, মামলায় আসামি হওয়া ও কারাভোগের তথ্য যাচাই করে প্রার্থী বাছাই করতে চায় যশোর জেলা বিএনপি। এ জন্য জেলার আট উপজেলায় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে সদর উপজেলায় আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে।

দলীয় সূত্র জানায়, দলের কঠিন সময়ে কারা পাশে ছিলেন, আর কারা দূরে সরে গিয়েছিলেন, তা যাচাইয়ে মামলার নথি গুরুত্ব পাবে। পাশাপাশি প্রার্থীর জনপ্রিয়তা, গ্রহণযোগ্যতা ও ভাবমূর্তিও বিবেচনায় নেওয়া হবে।

গত ৫ নভেম্বর সদর উপজেলা বিএনপির বিজ্ঞপ্তিতে চেয়ারম্যান পদে আগ্রহীদের আবেদন আহ্বান করা হয়। আবেদনের সঙ্গে রাজনৈতিক জীবনবৃত্তান্ত, মামলার সংখ্যা, মামলা নম্বর ও এজাহারের অনুলিপি, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং ছবি জমা দিতে বলা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তির পর শুক্রবার ও শনিবার দুই দিনে চারজন আবেদন করেছেন। পর্যায়ক্রমে বাকি সাত উপজেলাতেও আবেদন নেওয়া হবে।

মনোনয়নপ্রত্যাশী তিন নেতা জানান, বিএনপির দুঃসময়ে তাঁরা হামলা ও রাজনৈতিক মামলার শিকার হয়েছেন, কারাভোগও করেছেন। তাঁদের প্রত্যাশা, দলের কঠিন সময়ে ত্যাগ স্বীকারকারীরাই যেন মনোনয়নে অগ্রাধিকার পান।

সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আঞ্জুরুল হক খোকন বলেন, দলের দুঃসময়ে অনেকে বিএনপি ছেড়ে গিয়েছিলেন। এখন তাঁদের কেউ কেউ আবার দলে ফিরে নির্বাচনে অংশ নিতে চাইছেন। রাজনৈতিক মামলার নথি যাচাইয়ের মাধ্যমে কঠিন সময়ে কারা দলের পাশে ছিলেন, তা বোঝা যাবে।

এদিকে জেলা বিএনপির এক বৈঠকে প্রার্থী বাছাইয়ে স্থানীয় জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতাকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রস্তাব এসেছে। আর্থিকভাবে অসচ্ছল হলেও যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচনে জয়ী করতে দল প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করবে বলে আলোচনা হয়েছে।

জেলা বিএনপির সভাপতি সাবেরুল হক সাবু বলেন, দলের দুঃসময়ে যারা কাজ করেছেন, তাঁদের ভূমিকা যাচাই করতেই চেয়ারম্যান পদে আগ্রহীদের কাছে রাজনৈতিক মামলার নথি চাওয়া হচ্ছে। সদর উপজেলায় এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বাকি সাত উপজেলাতেও তা চালু হবে।